বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

5

তারিখ 2.9 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

টঙ্গী তুরাগ নদীর তীরে বেসরকারী উদ্যোগে দুইশত ফ্রি বেডের একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং দুইশত আসনের আবাসিক মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পনের কোটি টাকা ব্যয়ে এই হাসপাতালের নির্মাণকাজ আগামী এপ্রিলের মধ্যেই শুরু হবে। শেষ হবে তিন বছরে।

ঢাকা ডায়িং এন্ড ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব এ কে এম এন আলম এই দাতব্য হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

উদ্যোগ

(প্রথম পৃঃ পর)

করছেন কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং সমাজসেবক।

জনাব এ কে এম এন আলম গতকাল বুধবার প্রস্তাবিত হাসপাতালের নির্মাণ এলাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে জানান ঃ এই দাতব্য হাসপাতালটির নির্মাণকাজ শেষ হলে দেশের আর্ত-পীড়িত মানুষ এখানে বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ পাবে। হাসপাতালের জন্যে পাঁচ বিঘা জমি কেনা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ, হোস্টেল এবং প্রশাসনিক ভবনের জন্যে নেয়া হয়েছে দশ একর জমি।

জনাব আলম জানান ঃ প্রস্তাবিত হাসপাতালটি পাশ্চাত্যের যে কোন হাসপাতালের মানউপযোগী করে নির্মাণ করা হবে। চিকিৎসার জন্যে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আনা হবে বিদেশ থেকে। মেডিসিন, সার্জারী, এক্স-রে, প্যাথলজি, শিশু, জেনারেল, ডেন্টাল, কান-নাক-গলা, চক্ষু বিভাগসহ সব কিছুই এই হাসপাতালে থাকছে। হাসপাতালের নাম হবে হযরত সৈয়দ শাহ ইরশাদ আলী আল-কাদরী হসপিটাল।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নামকরণ করা হবে।

জনাব আলম জানান ঃ মেডিক্যাল কলেজের নাম রাখা হবে আটরশীর পীর সাহেবের নামে—হযরত আল্লামা হাশমতউল্লাহ মোজাদ্দেদ নকশবন্দী মেডিক্যাল কলেজ। প্রতি বছর এই মেডিক্যাল কলেজে দুইশত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। তার মধ্যে একশত ছাত্র এবং একশত ছাত্রী।

এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে দুটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্যে সরকারের কাছে প্রকল্প দুটির প্রস্তাব পেশ করা হবে।